যায়যায়দিন

তারিখ AUG. 1"8 2006
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

...ত্বে ধর্মঘটকারীরা রাস্তায় শুয়ে পড়ে মোনাজাত করছে -যাযাদি

মুক্তাঙ্গনে শায়খুল হাদীসের নেতৃত্বে ধর্মঘট চলছেই

কওমি মাদ্রাসাগুলোতে বিভক্তি সৃষ্টি করছে জামায়াত

জামায়াতে ইসলামী নবী, রাসুল ও সাহাবাদের শত্রু। ইসলামের নামে ধোঁকাবাজ অপশক্তির নাম। বাংলাদেশে আমেরিকা ও ইসরেলি শক্তির এজেন্ট। তারাই জায়নবাদী স্টাইলে কওমি মাদ্রাসাগুলোতে বিভক্তি সৃষ্টি করতে চার বোর্ডের অধীন পৃথক কওমি মাদ্রাসা সনদের সরকারি স্বীকৃতি দেয়ার আইডিয়া হাজির করেছে। তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে সরকার যে ভুল করছে, তার চরম খেসারত দিতে হবে। মুক্তাঙ্গনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বে অবস্থান ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে গতকাল বৃহস্পতিবার বক্তারা এসব কথা বলেন।

বুধবার দুপুরে পল্টন ময়দানে মহাসমাবেশ শেষে শায়খুল হাদীস আজিজুল হক বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের (বেফাক) পৃ২ // কা৩

কওমি মাদ্রাসাগুলোতে বিভক্তি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অধীন কওমি মাদ্রাসা সনদের সরকারি স্বীকৃতি দাবিতে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। সারা দেশ থেকে আসা বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসার কয়েক হাজার ছাত্র-শিক্ষক গতকালও রাজধানীর মুক্তাঙ্গন এলাকা দখল করে রাখে। তাদের চারপাশ পুলিশ ও বিডিআর সদস্যরা ঘিরে রাখে। জিরো পয়েন্ট এবং পল্টন মোড়ে ব্যারিকেড দিয়ে রাখা হয়।

গতকাল সকাল ১০টার দিকে ধর্মঘট পালনকারী একদল কর্মী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তাতে পুলিশের লাঠিচার্জে ইসলামী ঐক্যজোট নগর কমিটির সেক্রেটারি মাওলানা মামুনুল হকসহ আট কর্মী আহত হয়। তাদের মধ্যে মাওলানা কুরবান আলীকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের সময় ধর্মঘটীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ আট রাউন্ড টিয়ার শেল ছোড়ে। প্রায় ১০ মিনিট পর অবস্থা স্বাভাবিক হয়। কিছুক্ষণ পরপরই কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় জাতীয়তাবাদী যুবদলের একটি মিছিল মুক্তাঙ্গন হয়ে যেতে চাইলে আন্দোলনরতরা প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু করে। পরে পুলিশি নিয়ন্ত্রণে শতাধিক কর্মীর এ মিছিলটি মুক্তাঙ্গন এলাকা অতিক্রম করে।

গত রাত পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সঙ্গে কোনো বৈঠক হয়নি। তবে মোবাইল ফোনে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর যোগাযোগ করেছেন।

শায়খুল হাদীসের নেতৃত্বে এ অবস্থান ধর্মঘটের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে গতকাল সকালে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হক, বিকাল ৩টার দিকে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন ময়মনসিংহের আঞ্চলিক বোর্ড তানজিমুল মাদারিসিল কওমিয়ার সভাপতি মাওলানা আনোয়ার শাহ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক মাওলানা এটিএম হেমায়েতউদ্দিন, বিকালে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন জমিয়তুল মোদারেছিনের সভাপতি এএমএম বাহাউদ্দীন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকার আলেম ও মাদ্রাসার ছাত্ররা গিয়ে তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন।

ইসলামী ঐক্যজোট নেতারা ঘোষণা দিয়েছেন, আজ সকাল ১০টায় মুক্তাঙ্গনে পবিত্র বুখারী শরিফের দরস পাঠ দেবেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক। এতে অংশ নেয়া সবাইকে বিশেষ সনদ নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে আজ বিকাল ৩টায় হা... বিল্ডিংয়ের সামনে একই দাবিতে ইসল... শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন আয়োজি... বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতি... হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চরমোন... পীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ ফজ... করীম। বিকাল ৩টায় বেফাকের অধী... কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতির দাবি... সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে... বেফাকুল মাদারিসিল আরাবি... বাংলাদেশ। আজকের এ সংবাদ সম্মে... থেকে তারাও কর্মসূচি ঘোষণা কর... বলে গতকাল দেয়া এক বিজ্ঞপ্তি... জানানো হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষ... পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন বেফাকে... অধীনে কওমি মাদ্রাসা সনদের সরকা... স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছে।

বিকালে মুক্তাঙ্গনে বক্তৃতা দেয়ার সম... ইসলামী ঐক্যজোটের ভাইস চেয়ারম্যা... মুফতি শহীদুল ইসলাম এমপি বলে... বিএনপির ওপর ভূতের আছর পড়েছে... ভূত হলো জামায়াত। দিনাজপুরে... উপনির্বাচনে এ ভূতকে জনগণ জবা... দিয়েছে। তাদের পাতা ষড়যন্ত্রের ছ... চললে বিএনপিকে আগামী নির্বাচ... জনগণ জবাব দেবে। তিনি জামায়াতে... বিরুদ্ধে জিহাদে দৃঢ় থাকে... নেতাকর্মীদের শপথ করিয়েছেন।

ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচি... মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী বলেছেন... পিঠ বাঁচানোর জন্যই চার দল ছে... কোথাও যেতে পারবো না- বিএনপি... জামায়াত জোট এমন মনে করছে... তাদের এ ধারণা ভুল। আমরা পি... বাঁচানোর রাজনীতি করি না। শহী... হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে আমরা আন্দোলনে... নেমেছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্য... ঘরে ফিরে যাবো না। বেফাকে... অধীনেই কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি... দিতে হবে। তিনি আঞ্চলিক তিনটি... বোর্ডের নেতাদের চ্যালেঞ্জ করে বলেন, খুঁটির জোর থাকলে সবাই মিলে... আপনাদের চক্রান্তের পক্ষে এ ধরনের কর্মসূচি পালন করে দেখান। তিনি বগুড়া বোর্ডের চেয়ারম্যান মুফতি আবদুর রহমানের উদ্দেশে বলেন, আলেম সমাজ আপনার অতীত ইতিহাস জানে। অপেক্ষা করুন, দালালির জবাব পাবেন।

এছাড়া সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মধুপুরের পীর মাওলানা আবদুল হামিদ, মাওলানা মামুনুল হক, মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন, হুমায়ুন কবীর, মাওলানা আবদুল জলিল ইউসুফী